তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে অগ্রগতি বাধা ও করণীয়

গ্যাটস ২০১৭ এর আলোকে একটি বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার ক্রমহ্রাসমান। বিগত ৮ বছরে দেশে তামাকের ব্যবহার ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস (Relative decline) পেয়েছে। ২০০৯ সালে ১৫ বছর ও তদুর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে তামাকের ব্যবহার ছিল ৪৩.৩ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে ৩৫.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। সার্বিকভাবে, এই ফলাফল প্রশংসনীয় তবে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে তামাকের ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২৮.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।[১] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধূমপায়ীর হার ১৫.৫ শতাংশে নেমে এসেছে।[২] ফ্রান্সে এক বছরেই ধূমপান ছেড়েছেন অন্তত ১০ লাখ ধূমপায়ী।[৩] অর্থাৎ উন্নত বিশ্ব তো বটেই, পাশ্ববর্তী দেশের অগ্রগতি বিবেচনায় নিলেও বলা যায় তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। উল্লেখ্য, তামাক ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায়[৪] এবং অকাল মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রে তামাকের অবস্থান বাংলাদেশে চতুর্থ[৫]। তামাক ব্যবহারে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে ১৫৮.৬ বিলিয়ন টাকা।[৬] তামাকের কারণে চরম ঝুঁকিতে রয়েছে শিশুস্বাস্থ্য। সাম্প্রতিক গবেষণায় রাজধানী ঢাকার প্রাথমিক স্কুলে পড়া ৯৫ শতাংশ শিশুর দেহে উচ্চমাত্রার নিকোটিন পাওয়া গেছে, যার মূল কারণ পরোক্ষ ধূমপান।[৭] অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বিড়ি কারখানাগুলোর মোট শ্রমিকের ৫০-৭০% শিশু শ্রমিক।[৮]

অতি উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠীর তুলনায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা দ্বিগুণ

শহরের তুলনায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা অনেক বেশি

GATS পরিচিতি

গ্যাটস-এর পূর্ণরূপ Global Adult Tobacco Survey। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর (১৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব) মধ্যে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দিক (যেমন, পণ্যের ধরন, দাম, ব্যবহারের স্থান, অর্থ ব্যয় ইত্যাদি) নিয়মতান্ত্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য এই সমীক্ষা চালানো হয়ে থাকে। গ্যাটস শুধু তামাক ব্যবহারের পরিসর সংক্রান্ত তথ্যই দেয় না, তামাক নিয়ন্ত্রণ সূচকের সাফল্য-ব্যর্থতাও পরিমাপ করে থাকে। অর্থাৎ কোন একটি দেশের গ্যাটস সমীক্ষার ফলাফল ওই দেশের তামাক ব্যবহার সংশ্লিষ্ট পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করে। সুনির্দিষ্ট বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুসরণ করেই বিভিন্ন দেশে এই গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

এ পর্যন্ত বিশ্বের ৩০টি দেশে গ্যাটস পরিচালনা করা হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশে ২০০৯ সালে প্রথম গ্যাটস পরিচালিত হয়। এর প্রায় ৮ বছর পর ২০১৭ সালে আবারও গ্যাটস পরিচালনা করা হয়। ২০১৭ সালে গ্যাটস এর আওতায় দেশের আটটি বিভাগের ৬৪ জেলার মোট ১৪,৮৮০টি খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং Centers for Disease Control and Prevention (CDC) এর কারিগরি সহায়তায় এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এই গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করে।

বাংলাদেশ ২০০৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হয় এবং ২০১৩ সালে আইনটি সংশোন করে আরও যুগোপযোগী করা হয়। ২০১৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধিমালা পাস করা হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ এসডিজি'র স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এফসিটিসিকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে মূলধারার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি নিরূপণে প্রণীত সরকারের এসডিজি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্কে তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৬ সালে South Asian Speakers' Summit এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক নির্মূলের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি তামাকপণ্যের উপর আরোপিত স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ এর অর্থ ব্যবহার করে একটি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি- ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং একটি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।

একনজরে তামাক ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র

তামাক ব্যবহার	২০১৭ সাল	২০০৯ সাল	তুলনামূলক হ্রাস (Relative decline)
তামাক ব্যবহারকারী	৩৫.৩% ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ পুরুষ ৪৬% মহিলা ২৫.২%	৪৩.৩% ৪ কোটি ১৩ লক্ষ পুরুষ ৫৮% মহিলা ২৮.৭%	১৮.৫%
ধূমপায়ী	১৮% ১ কোটি ৯২ লক্ষ পুরুষ ৩৬.২% মহিলা ০.৮%	২৩% ২ কোটি ১৯ লক্ষ পুরুষ ৪৪.৭% মহিলা ১.৫%	২১.৭%
সিগারেট ধূমপায়ী	১৪% ১ কোটি ৫০ লক্ষ	১৪.২% ১ কোটি ৩৫ লক্ষ	১.৪%
বিড়ি ধূমপায়ী	৫% ৫৩ লক্ষ	১১.২% ১ কোটি ৬ লক্ষ	৫৫%
ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী	২০.৬% ২ কোটি ২০ লক্ষ পুরুষ ১৬.২% মহিলা ২৪.৮%	২৭.২% ২ কোটি ৫৯ লক্ষ পুরুষ ২৬.৪% মহিলা ২৭.৯%	২৪.৩%

তামাক ব্যবহার

বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮ লক্ষ) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। নারীদের মধ্যে এই হার ২৫.২ শতাংশ এবং পুরুষদের মধ্যে ৪৬ শতাংশ। দেশে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী ২০.৬ শতাংশ (নারী ২৪.৮%, পুরুষ ১৬.২%) এবং ধূমপায়ী ১৮ শতাংশ (পুরুষ ৩৬.২%, নারী ০.৮%)। ২০০৯ এর তুলনায় ২০১৭ সালে সার্বিকভাবে তামাকের ব্যবহার ১৮.৫ শতাংশ হ্রাস পেলেও নারীদের মধ্যে হ্রাস পেয়েছে মাত্র ১২.২ শতাংশ, যা খুবই হতাশাজনক। এসময়ে পুরুষদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার কমেছে প্রায় ২১ শতাংশ। ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য ব্যবহার পুরুষদের মধ্যে ২০০৯ এর তুলনায় ২০১৭ সালে প্রায় ৩৯ শতাংশ হ্রাস পেলেও নারীদের মধ্যে হ্রাস পেয়েছে মাত্র ১১ শতাংশ। অন্যদিকে, সিগারেট ব্যবহারকারীর হার প্রায় অপরিবর্তীত (১৪.২% থেকে ১৪%) থাকলেও সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা (১৩.৫ মিলিয়ন থেকে ১৫ মিলিয়ন) কিছুটা বেড়েছে যা খুবই উদ্বেগজনক। বর্তমানে অতি উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠীর (২৪%) তুলনায় হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তামাক ব্যবহারের উচ্চ প্রবণতা (৪৮%) এবং বিশেষত নারীদের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের উচ্চহার (২৪.৮%) অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এছাড়া শহরের (২৯.৯%) তুলনায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর (৩৭.১%) মধ্যে তামাক ব্যবহারকারীর হার অনেক বেশি। আটটি বিভাগের মধ্যে পাঁচটিতেই তামাক ব্যবহারের হার সার্বিক হারের (৩৫.৩%) চেয়ে বেশি, খুলনা ৩৬.৪ শতাংশ, রংপুর ৩৮.৭ শতাংশ, বরিশাল ৪০.১ শতাংশ, সিলেট ৪৭.৪ শতাংশ, ময়মনসিংহ ৪৮.২ শতাংশ।

পরোক্ষ ধূমপান

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্রে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে ৮১ লক্ষ মানুষ কর্মক্ষেত্রে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন, যা খুবই হতাশাজনক। তবে ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে এই হার প্রায় ৩২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সরকারি অফিস ভবনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়ার হার হ্রাস পেয়েছে ৫০ শতাংশ। গণপরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়ার চিত্র খুবই ভয়াবহ। প্রায় আড়াই কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন। তবে নানাবিধ তামাকবিরোধী কার্যক্রমের ফলে গণপরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়ার হার ২০০৯ সালের (৫৬.৩%) তুলনায় ২০১৭ সালে (৪৪%) কিছুটা কমেছে। উদ্বেগের বিষয় হলো, এখনো শতভাগ ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেসসমূহ যেমন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ১২.৭ শতাংশ মানুষ, বিদ্যালয়ে ৮.২ শতাংশ এবং রেস্তোরাঁয় প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন। বাড়িতে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন ৪ কোটি ৮ লক্ষ (৩৯%) মানুষ এবং এক্ষেত্রে নারীরা আক্রান্ত হচ্ছেন অনেক বেশি। প্রায় ৩৭ শতাংশ নারী বাড়িতে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন, অথচ নারী ধূমপায়ীর হার মাত্র ০.৮ শতাংশ। তবে বাড়িতে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়ার হার ২০০৯ সালের (৫০.৯%) তুলনায় ২০১৭ সালে (৩৯%) কিছুটা কমেছে, যা ইতিবাচক।

তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ২০০৫ সাল থেকে গণমাধ্যমে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার নিষিদ্ধ থাকায় তামাক কোম্পানিগুলো বিক্রয়কেন্দ্রে জোর প্রচারণা চালানো শুরু করে। ২০১৩ সালে সংশোধিত আইনে বিক্রয় কেন্দ্রসহ যেকোন স্থানে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। মূলত তখন থেকেই তামাক কোম্পানিগুলো বাজার ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন গ্রাহক সৃষ্টি করতে নিত্যনতুন কৌশলে পণ্যের প্রচার অব্যাহত রেখেছে। গ্যাটস ২০১৭ অনুযায়ী প্রায় ৫৪ শতাংশ মানুষ সিগারেট-বিড়ির বিজ্ঞাপন এবং প্রায় ২১ শতাংশ মানুষ জর্দা-গুলের বিজ্ঞাপন দেখেছেন। সর্বশেষ ৩০ দিনের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ সিগারেট, ৩৭ শতাংশ বিড়ি এবং প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা অথবা পৃষ্ঠপোষকতা দেখেছেন। তামাক কোম্পানির এই আগ্রাসী প্রচারণা ক্রমবর্ধমান। বিড়ির বিজ্ঞাপন প্রচারণা দেখেছে এমন মানুষের হার ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ২২.৫ শতাংশ। ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ৪৭.৯ শতাংশ, যা খুবই উদ্বেগজনক। উল্লেখ্য, এসব সস্তা তামাকপণ্যের প্রধান ভোক্তা মূলত স্বল্প আয়ের দরিদ্র মানুষ এবং নারী।

বিগত ৩০ দিনের মধ্যে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা অথবা পৃষ্ঠপোষকতা দেখেছেন[৯]

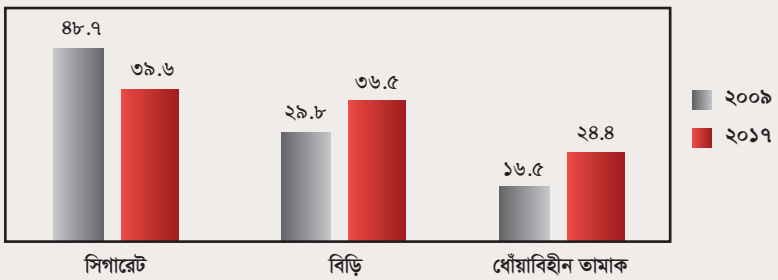

তামাকবিরোধী তথ্য ও প্রচারণা

গ্যাটস ২০১৭ অনুযায়ী, সর্বশেষ ৩০ দিনের মধ্যে ধূমপানবিরোধী তথ্য সম্পর্কে অবগত হয়েছেন ৫৫.৯ শতাংশ মানুষ। উদ্বেগের বিষয় হলো, যত মানুষ ধূমপানবিরোধী তথ্য সম্পর্কে জেনেছেন, প্রায় কাছাকাছি ৫৩.৪ শতাংশ মানুষ সিগারেট-বিড়ির বিজ্ঞাপন দেখেছেন। অর্থাৎ তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণাও প্রায় একই গতিতে চলছে, যা খুবই উদ্বেগজনক। সর্বশেষ ৩০ দিনের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাকবিরোধী তথ্য জেনেছেন মাত্র ৩১.৫ শতাংশ মানুষ।

তামাকপণ্যের মোড়কে সতর্কবার্তা

বর্তমান তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে তামাকপণ্যের প্যাকেট বা কৌটায় স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা দেখার হার আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। একইসঙ্গে,স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা দেখে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে তামাক ছাড়ার ইচ্ছাও আগের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে। তবে প্রায় অর্ধেক ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী জানিয়েছেন যে তারা প্যাকেট/কৌটায় স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা দেখেননি, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ধূমপায়ীর তুলনায় অনেক বেশি এবং সাধারণত দরিদ্র শ্রেণির শ্রমজীবী মানুষ যারা লেখা-পড়া জানেনা তারাই এসব পণ্যের প্রধান ভোক্তা। গ্যাটস ২০১৭ এর তথ্য অনুযায়ী, ৯৬.৬ শতাংশ সিগারেট ধূমপায়ী, ৮৩.৮ শতাংশ বিড়ি ধূমপায়ী এবং ৫৩.৯ শতাংশ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী প্যাকেট/কৌটায় স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা দেখেছেন। এবং প্রায় ৭৯ শতাংশ সিগারেট ধূমপায়ী, ৭০ শতাংশ বিড়ি ধূমপায়ী, ৪১ শতাংশ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী প্যাকেট/কৌটায় স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা দেখে তামাক ব্যবহার ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছেন, যা খুবই আশাব্যঞ্জক।

তামাকের অর্থনীতি

গ্যাটস ২০১৭ অনুযায়ী, বিগত ৮ বছরে একজন বিড়ি ব্যবহারকারীর বিড়ি বাবদ মাসিক খরচ বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। বর্তমানে একজন সিগারেট ধূমপায়ীর প্রতিমাসে সিগারেট বাবদ ব্যয় হয় গড়ে ১০৭৭.৭ টাকা। অথচ শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য একটি পরিবারের মাসিক গড় ব্যয় যথাক্রমে মাত্র ৮৩৫.৭ এবং ৭০০ টাকা (Household Income and Expenditure Survey ২০১৬)। তামাকের জন্য ব্যয়িত অর্থ শিক্ষা ও চিকিৎসা দারিদ্র্য তথা মানবদারিদ্র্য মোকাবেলায় ব্যয় করা গেলে পরিবারগুলোর জীবনমানে উন্নতি ঘটতো এবং একইসাথে তা এসডিজি (লক্ষ্য- ১) পূরণে অবদান রাখতো। কাজেই তামাক দারিদ্র্য হ্রাস তথা এসডিজি (লক্ষ্য- ১) অর্জনে একটি বড় বাধা। প্রতিবছর তামাক থেকে রাজস্ব বাবদ যে পরিমাণ আয় হয় তারচেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আর্থ-সামাজিক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতি হয়। গবেষণায় দেখা গেছে তামাক এসডিজি'র প্রায় সবগুলো লক্ষ্য পুরণে অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করছে।[১০]

তামাক নিবৃত্তকরণ

স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর নিকট থেকে ধূমপান বর্জনের পরামর্শ পাওয়া বর্তমান ধূমপায়ীর হার ৬৫.৮ শতাংশ, যা ২০০৯ সালে ছিল ৫২.৯ শতাংশ। একইভাবে, তামাক বর্জনের পরামর্শ পাওয়া বর্তমান ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর হার ৫৭.২ শতাংশ, যা ২০০৯ সালে ছিল ৪৭.৯ শতাংশ। তবে তামাক বর্জনের চেষ্টা করেছে এমন ধূমপায়ীর হার ৪৪.৯ শতাংশ এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী মাত্র ৩১.৪ শতাংশ। তামাকপণ্যের সস্তা মূল্য এবং সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার দুর্বল বাস্তবায়ন এক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করছে।

ইলেকট্রনিক সিগারেট

প্রথাগত সিগারেটের মতো ক্ষতিকর হলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তামাক কোম্পানিগুলো ই-সিগারেটকে নীতি নির্ধারকদের সামনে সিগারেটের 'নিরাপদ বিকল্প' হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্যাটস ২০১৭ অনুযায়ী বর্তমান ই-সিগারেট ব্যবহারকারী ০.২ শতাংশ, যা প্রচলিত তামাকপণ্য ব্যবহারকারীর তুলনায় অতি সামান্য। তবে ই-সিগারেট সম্পর্কে শুনেছেন ৬.৪ শতাংশ মানুষ। সাধারণত গ্যাটস পরিচালিত হয় ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে। সুতরাং বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে এর ব্যাপকতার মাত্রা এই গবেষণায় উঠে আসেনি। ই-সিগারেটের ব্যবহার এখনো ব্যপক না হলেও এটি যে বাড়ছে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অনলাইন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ই-সিগারেট সামগ্রী বিক্রয় ও হাতবদল হয়। সম্প্রতি বহুজাতিক তামাক কোম্পানি জাপান টোব্যাকো ইন. (জেটিআই) বাংলাদেশে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে যারা সিগারেটের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে ই-সিগারেট ও ভ্যাপিং জাতীয় তামাকপণ্য বিক্রয় করে থাকে। এছাড়া দেশে ই-সিগারেটের ব্যবহার এখনো কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা ও তদারকির মধ্যে আনা হয়নি।

আলোচনা ও করণীয়

বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের চিত্র উদ্বেগজনক। কার্যকর মূল্য ও করপদক্ষেপের অভাবে তামাকপণ্য অত্যন্ত স্বস্তা রয়ে যাওয়ায় ব্যবহার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমছে না। এ কারণে তামাকখাত থেকে সরকারের রাজস্বও উল্লেখযোগ্যহারে বাড়ছে না। বিশেষ করে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য থেকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ খুবই কম, মোট তামাক রাজস্বের মাত্র ০.২ শতাংশ (২০১৬-১৭ অর্থবছর)। অথচ তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ (যাদের অধিকাংশ দরিদ্র এবং নারী) ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। অর্থাৎ তামাক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত তামাককর পদক্ষেপ বাংলাদেশে বেশিরভাগ তামাক ব্যবহারকারী বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে (নারী, দরিদ্র) সুরক্ষা প্রদান করতে পারছেনা। সরকারও বিপুল পরিমাণে রাজস্ব হারাচ্ছে।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা প্যাকেট/মোড়কের উপরের ৫০ শতাংশ জায়গাজুড়ে বাস্তবায়ন করা এখনো সম্ভব হয়নি। বিচিত্র ধরনের আকৃতি/আয়তনের (ছোট, সরু, গোলাকার) কারণে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের কৌটা এবং বিড়ির প্যাকেটে সঠিকভাবে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। দরিদ্র মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে তামাক কোম্পানিগুলো অত্যন্ত কম খরচে এবং ছোট ছোট মোড়কে এগুলো বাজারজাত করছে।[১১] ফলে বেশির ভাগ প্যাকেটে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা স্পষ্ট নয় কিংবা মুদ্রণ ছাড়াই বাজারজাত হওয়ায় তামাকপণ্যের ব্যবহার হ্রাসে এই হাতিয়ারটি খুব একটা কাজ করছেনা। অথচ তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ (যাদের অধিকাংশ দরিদ্র, নিরক্ষর এবং নারী) ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য ও বিড়ি ব্যবহার করেন।

এখনো বিপুল সংখ্যক মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে 'ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান' এর বৈধতা দেওয়ায় পরোক্ষ ধূমপান প্রতিরোধ আইনগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নের দুর্বলতা যেমন, বিক্রয়স্থলে তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা বন্ধ না করা, ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে ধূমপান অব্যাহত থাকা ইত্যাদি; তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা ও তামাককর নীতিমালা না থাকা; আইনি দুর্বলতা যেমন, বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকপণ্য প্রদর্শন, তামাক কোম্পানির সিএসআর কার্যক্রম, খুচরা এবং লাইসেন্স ছাড়া তামাকপণ্য বিক্রয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে তামাকপণ্য বিক্রয় ইত্যাদি এবং তামাক কোম্পানি বিশেষ করে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোর ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ এবং তামাক ব্যবসায় সরকারের অংশীদারিত্ব থাকার কারণে তামাক কোম্পনির হস্তক্ষেপ মোকাবেলা কঠিন হয়ে পড়ায় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অর্জন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছায়নি।

করণীয়

আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে-

- স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জের অর্থ ব্যবহার করে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি/কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার তালিকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কার্যকর মূল্য ও কর পদক্ষেপ

তামাকপণ্যের ব্যবহার হ্রাসে কার্যকর মূল্য ও কর পদক্ষেপের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে-

- যথাযথভাবে করারোপের মাধ্যমে তামাকের দাম জনগণের বিশেষ করে তরুণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেতে হবে;
- একটি সহজ ও কার্যকর তামাককর নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। সব ধরনের তামাকপণ্য বিশেষ করে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য এবং বিড়ির উৎপাদন, বিপণন করকাঠামো/করজালের আওতায় আনতে হবে।

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মোকাবেলা

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মোকাবেলা নিশ্চিত করতে-

- এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এর আলোকে প্রস্তুতকৃত খসড়া নীতিমালাটি দ্রুত চূড়ান্ত ও বাস্তবায়ন করতে হবে;
- তামাক কোম্পানিতে সরকারের অংশীদারিত্ব প্রত্যাহারে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
- বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালায় তামাক ব্যবসা বিষয়ক যেকোন বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করতে হবে।

আইন সংশোধন

আইনি ঘাটতি পূরণে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে এফসিটিসি'র সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে-

- পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান না রাখা এবং পাবলিক প্লেসের আওতা বৃদ্ধি;
- সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা ৫০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশে উন্নীত করা;
- বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকপণ্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা;
- বিভিন্ন তামাকজাত দ্রব্যের জন্য একক প্যাকেট/কৌটার প্রচলন করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে তামাকপণ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা;
- খুচরা এবং লাইসেন্স ছাড়া তামাকপণ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা;
- তামাক কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি পালন, অনুদান কিংবা যেকোন উপায়ে অর্থ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা;
- নতুন পণ্য যেমন: ই-সিগারেট, হিটেড তামাকপণ্য প্রভৃতির উৎপাদন, আমদানি ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা;

তথ্যসূত্র

[1] Global Adult Tobacco Survey (GATS). India 2016-17. Available at https://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats/GATS_India_2016-17_FactSheet.pdf
[2] https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/resources/data/cigarette-smoking-in-united-states.html
[3] http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Tabagisme-en-France-1-million-de-fumeurs-quotidiens-en-moins
[4] https://tobaccoatlas.org/country/bangladesh/
[5] Global Burden of Disease Study. Country profile Bangladesh 2017. Available at www.healthdata.org/bangladesh
[6] Goodchild M, et al. Tob Control 2017;0:1–7. doi:10.1136/tobaccocontrol-2016-053305. Available at www.tobaccocontrol.bmj.com/content/27/1/58
[7] Secondhand Smoke Exposure in Primary School Children: A Survey in Dhaka, Bangladesh 2017. Nicotine & Tobacco Research. Available at https://academic.oup.com/ntr/advance-article/doi/10.1093/ntr/ntx248/4677311?guestAccessKey=84169f0f-7822-4584-8e94-258a311bd235
[8] Short-term (private) gains at the cost of long-term (public) benefits: child labour in bidi factories of Bangladesh. International Journal of Behavioural and Healthcare Research. Available at www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijbhr
[9] www.searo.who.int/bangladesh/gatsbangladesh2017comparison14aug2018.pdf
[10] Tobacco or Sustainable Development: Tobacco Industry Interference and Strategy in Bangladesh, PROGGA, June 2016. http://progga.org/wp-content/uploads/2011/01/Tobacco-or-Sustainable-Development.pdf
[11] Rahman SM, Alam MS, Zubair A, et al Graphic health warnings on tobacco packets and containers: compliance status in Bangladesh Tobacco Control Published Online First: 12 June 2018. doi:10.1136/tobaccocontrol-2018-054249

প্রগতির জন্য জ্ঞান
PROGGA Knowledge for Progress
progga.bd@gmail.com

সহায়তা
Campaign for Tobacco-Free Kids
Bloomberg Philanthropies